জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৯.৯৪

ঢাকা	৮৭.৯৩	রাজশাহী	৯৩.৮৮
কুমিল্লা	৯০.৪৫	যশোর	৮৯.০৩
বরিশাল	৯৬.৬০	চট্টগ্রাম	৮৬.১৩
সিলেট	৯১.১৫	দিনাজপুর	৮৮.৯১

যুগান্তর রিপোর্ট

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফল রোববার প্রকাশিত হয়েছে। বেলা ১টার দিকে সারা দেশে একযোগে এই ফল প্রকাশ করা হয়। একই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশের ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলও ঘোষণা করেন। শিক্ষার হার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

হার : পরীক্ষার গড় পাসের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই দুটি ধারায়ই এবার পাসের হার সর্বোচ্চ সাফল্য বলে বিবেচিত জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে।

কয়েক বছর ধরে এই ফল প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাধারণত স্কুলে স্কুলে ব্যাপক উল্লাস-উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেশের বিরাজমান সহিংস ও উদ্বেগজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ উৎসাহে ভাটা পড়ে। বিশেষ করে ঢাকার স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই স্কুল-মাদ্রাসায় যেতে পারেনি। ফলে অনলাইন থেকে তাদের ফল সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সুখবরের সঙ্গে বাঙালির অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত মিষ্টিতে। এমনিতেই রাজধানীর বেশির ভাগ মিষ্টির দোকান বন্ধ ছিল। তারপর হাতেগোনা যে কটি দোকান খোলা ছিল, তাদের অনেকটা খোনকা মুখে কাটাতে হয়।

দুপুরে শিক্ষামন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের আগে ফলাফল সকাল ১০টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সারসংক্ষেপ তুলে দেয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান।

চতুর্থবারের মতো নেয়া এই জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮৯ দশমিক ৭১ ভাগ। গত বছর এ পাসের হার ছিল ৮৬ দশমিক ১১ ভাগ। তার আগের বছর ছিল ৮২ দশমিক ৬৭ ভাগ। আর ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো নেয়া জেএসসিতে পাসের হার ছিল ৭১ দশমিক ৩৪ ভাগ। এবার জেডিসিতে পাসের হার ৯১ দশমিক ১১ ভাগ। গত বছর ছিল ৯০ দশমিক ৮৭ ভাগ। এর আগের বছর এই পাসের হার ছিল ৮৮ দশমিক ৭১ ভাগ। তারও আগে জেডিসিতে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ০৩ ভাগ।

এদিকে এবার জেএসসি ও জেডিসি মিলে গড় পাসের হার ৮৯ দশমিক ৯৪ ভাগ। গত বছর এই হার ছিল ৮৬ দশমিক ৯৭ ভাগ। ২০১১ সালে ছিল ৮৩ দশমিক ৭১ ভাগ। সেই হিসেবে এবার সাধারণভাবে এই স্তরে পাসের হার বেড়েছে ২ দশমিক ৯৭ ভাগ। গত বছর বেড়েছিল ৩ দশমিক ২৬ ভাগ।

এবার উভয় ধারায় মোট জিপিএ-৫ পাও করেছে ১ লাখ ৭২ হাজার ২০৮ জন। এর মধ্যে স্কুলে রয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৯৭ জন আর মাদ্রাসায় ১৯ হাজার ২১১ জন। গত বছর উভয় ধারায় মোট জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৬ হাজার ৯৪২ জন। এর আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৮৫২ জন। ২০১০ সালে স্কুল ও মাদ্রাসা মিলিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৮ হাজার ৫৫৬ জন।

ফলাফল প্রকাশকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, গত বছরের তুলনায় পাসের হার, জিপিএ-৫, ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাসসহ বিভিন্ন সূচকেই উন্নতি দেখা যাচ্ছে। তিনি এ সময় কৃতী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়বে। কেননা আগামী দিনে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে তারাই। আর যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়ার পরামর্শ দেন ও হতাশ না হওয়ার পরামর্শ দেন। 'এর আগে আপনি বলেছিলেন, বিগত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিরোধী জোটের হরতালের প্রভাব পড়ে। যে কারণে কমেছিল পাসের হার কমেছিল। কিন্তু এবারও সেই একই ধরনের ঘটনার মধ্যে ফলাফল খারাপ না হয়ে কীভাবে বেড়েছে'— এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হরতালের মধ্যে বিগত পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবার তা উত্তরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ কারণে ফলাফল ভালো হয়েছে। 'ইংরেজিসহ কয়েকটি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পরীক্ষার দিন প্রশ্ন সংশোধনের ঘোষণা দেয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দেয়ায় ফল ভালো হয় কিনা'— এমন আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। সেটা ছিল সাজেশন।

এসএসসির আদলেই ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসি আর মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসি পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল এবারও। জেএসসি পরীক্ষায় মোট অংশ নেয় ১৫ লাখ ৪৮ হাজার ৭০০ জন। আর পাস করে ১৩ লাখ ৮৯ হাজার ৩১৩ জন। জেডিসিতে মোট অংশ নেয় ৩ লাখ ১৩ হাজার ৬৮০ জন। এদের মধ্যে ৮টি সাধারণ বোর্ডে জিপিএ-৫ লাভ করেছে ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৯৭ জন। গত বছর জিপিএ-৫ লাভ করেছিল ৪৪ হাজার ১৫৮ জন। এছাড়া জিপিএ-৫ এর কম কিন্তু জিপিএ-৪ এর মধ্যে এবার পেয়েছে ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৫১৬ জন, জিপিএ-৪ থেকে জিপিএ-৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৩ লাখ ৭১ হাজার ৭৭৮ জন, জিপিএ-৩.৫ থেকে জিপিএ-৩ এর মধ্যে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৫৫ জন, জিপিএ-৩ থেকে জিপিএ-২ এর মধ্যে পেয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ৩৯২, জিপিএ-২ থেকে জিপিএ-১ এর মধ্যে পেয়েছে ২৮ হাজার ১৯০ জন।

৮টি সাধারণ বোর্ডের মধ্যে পাসের হারের দিক থেকে গত দুই বছরের মতো এবারও প্রথম হয়েছে বরিশাল বোর্ড। বোর্ডটিতে পাসের হার ৯৩ দশমিক ৮২ এবং ২০১১ সালে ৯৩ দশমিক ১৩ ভাগই উত্তীর্ণ হয়। এবার ওই বোর্ডে পাসের হার ৯৬ দশমিক ৬০। আর সবচেয়ে কম পাসের রেকর্ড এবারও ধরে রেখেছে চট্টগ্রাম বোর্ড। গত বছর সেখানে ৭৮ দশমিক ৩৫ ভাগ পাস করেছিল। এবার সেখানে পাসের হার ৮৬ দশমিক ১৩ ভাগ। ২০১১ সালে ওই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭২ দশমিক ৬৫ ভাগ। এছাড়া এবার ঢাকা বোর্ডে ৮৭ দশমিক ৯৩ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৯৩ দশমিক ৮৮, কুমিল্লা বোর্ডে ৯০ দশমিক ৪৫, যশোর বোর্ডে ৮৯ দশমিক ০৩, সিলেট বোর্ডে ৯১ দশমিক ১৫ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৮৮ দশমিক ৯১ ভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

গত বছর এ পাসের হার ছিল যথাক্রমে ঢাকা বোর্ডে ৮৫ দশমিক শূন্য ০২ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৮৫ দশমিক শূন্য ০৯, কুমিল্লা বোর্ডে ৯১ দশমিক ৮৬, যশোর বোর্ডে ৮৫ দশমিক ২৮, বরিশাল বোর্ড ৯৩ দশমিক ৮২ ভাগ, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৩৫ ভাগ, সিলেট বোর্ডে ৯০ দশমিক ৪৫ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৮৪ দশমিক ৮৮ ভাগ।

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় ছেলেদের তুলনায় মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল এবারও বেশি। তবে ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরীক্ষায় জিপিএ-৫ লাভের দিক থেকে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। আর পাসের হারের দিক থেকে অবশ্য ছেলেরা এগিয়ে। ৯টি শিক্ষা বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৯০.২৫ এবং মেয়েদের পাসের হার ৮৯ দশমিক ৬৭। তবে জিপিএ-৫ লাভের দিক থেকে মেয়েরা ৯৩ হাজার ২৬৮ জন আর ছেলেরা ৭৮ হাজার ৯৪০ জন। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিআইএসইর ফলাফল ঢাকা বোর্ডের অধীনে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। এতে পাসের হার ৮৯.৭১ ভাগ।

এদিকে দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করা হলেও বিকাল ২টায় সারা দেশের স্কুলে ফল পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। একই সময়ে সারা দেশে জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং বোর্ডগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-মেইলে ফল পাঠিয়েছে। এছাড়া ওয়েবসাইট (www.educationboardresults.gov.bd) থেকেও ফল জানা গেছে। মোবাইল অপারেটর টেলিটকে এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানার ব্যবস্থা ছিল। তবে এই দুই মাধ্যমে ফল পেতে ভোগান্তির শেষ ছিল না। এসএমএসের মাধ্যমে জেএসসির ফল পেতে JSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন বর্ণ এবং এরপর স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হয়েছে। আর জেডিসির ফল পেতে JDC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন বর্ণ এবং এরপর স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হয়েছে।

গত ৪ নভেম্বর পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের হরতাল প্রথম দিনই অনভিপ্রেত কর্মসূচির কারণে তা পিছিয়ে যায়। পরে পরীক্ষাগুলো সরকার এ ধরনের কর্মসূচিতে পিছিয়ে দেয় পরীক্ষা। তারপরও ২০ নভেম্বরের পরিবর্তে পরীক্ষা শেষ হতে আরও কয়েকদিন লেগে যায়। এ বছর প্রথমবারের মতো চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হওয়ায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর হার বেড়েছে। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।